R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৪ সাল।
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ সডাক

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি দেখে গেলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল

ফরাক্কা : সম্প্রতি পাঁচজনের এক কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল মহকুমার বন্যার ক্ষয়ক্ষতি দেখে গেলেন। এটি তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় সফর। গত সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ের বন্যায় এই জেলায় বিশেষ করে জঙ্গিপুর মহকুমায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং গঙ্গার পারগুলি যে ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তা দেখে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও সংস্কারে অর্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করতেই তাঁদের এই আগমন। এই পর্যবেক্ষক দলে সেচ, কৃষি ও পূর্ত বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। ফরাক্কা ব্যারেজ ও গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ বিভাগের ইক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে সঙ্ঘ-যোগে তাঁরা ফরাক্কা থেকে নিমতিতা রাজবাড়ী ঘাট পর্যন্ত ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন করেন। ঐ বিভাগ এ্যাফলেক্স বাঁধসহ ভাঙ্গন এলাকার ক্ষয়ক্ষতি ও কি কি কাজ জরুরী করণীয় সে সম্বন্ধে একটি বিবরণ পুস্তিকাকারে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের নদী বিশেষজ্ঞ মিঃ রাওয়ের হাতে তুলে দেন। এঁরা দিল্লী ফিরে গিয়ে ভাঙ্গনের ক্ষয়ক্ষতি ও সে কারণে কত অর্থ লাগবে তার একটা রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেবেন। তার ভিত্তিতেই সাহায্যের পরিমাণ ঠিক করা হবে বলে জানা যায়। প্রকাশ, বিশেষজ্ঞ দল ভাঙ্গনের ক্ষয়ক্ষতি দেখে এর ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবহিত হন এবং এই মুহূর্তে ভাঙ্গন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে একমত হন। অবশ্য ভাঙ্গনের কাজ পঃ বঙ্গ সরকারের গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ বিভাগের তত্ত্বাবধানে শুরু হতে চলেছে। তাঁরা এই কাজের জন্য টেণ্ডারও চেয়েছেন। আপাততঃ দুটি পর্যায়ে ৬০ লক্ষ টাকার উপর কাজ হবে বলে জানা যায়। প্রথম পর্যায়ে কাজ হবে খান্দুয়া, নয়নসুখ, সাহেবনগর, ব্রাহ্মণী গ্রাম, হাজারপুর, দেবীপুর ও ধূসরীপাড়া সংলগ্ন এলাকায় এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ধুলিয়ান, দুর্গাপুর, মেরুপুর (অরঙ্গাবাদ) এলাকায়। এসব জায়গাগুলিতে গঙ্গা রাইট ব্যাঙ্কের স্পারগুলি প্রায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়, কিন্তু চাষীরা যে তিমিরে সে তিমিরে

সাগরদীঘি : সম্প্রতি এই ব্লকটি এস, আর, পি, পি স্কীমের অন্তর্গত হয়েছে। তারজন্য বিগত তিন বছরে খাতাপত্রে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। এই স্কীম অনুযায়ী চাষীদের সস্তা দরে কৃষি উপকরণ, থ্রেসার স্প্রেয়ার ইত্যাদি এবং মিনিকীট ও উন্নত মানের বীজ দেওয়ার কথা। কিন্তু স্থানীয় চাষীদের অভিযোগ, ১০% টাকা অগ্রিম জমা দিয়েও তাঁরা কোন কিছুই পাচ্ছেন না। যাঁরা পাচ্ছেন তাঁরাও তাঁদের মনোমত জিনিষ চেয়ে পাচ্ছে না। ব্লক অফিসের কর্মীদের ঠিক করা কোম্পানীর যন্ত্রপাতি উপযুক্ত না হলেও নিতে হচ্ছে! তাঁদের আরও অভিযোগ, ব্লক কর্মীরা ওইসব কোম্পানী থেকে উচ্চহারে কমিশন পেয়ে থাকেন। চাষীদের অভিযোগ সবক্ষেত্রেই শুনতে হচ্ছে কে, পি, এসদেরকে। ফলে তাঁদের সাথে অফিস কর্মীদের মনোমালিন্য বাড়ছে। তাঁদেরও অভিযোগ, শুধু সভা করে আর উপদেশ দিয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়ান সম্ভব নয়। দরকার চাষীদের অসন্তোষ দূর করা। সে বিষয়ে বি, ডি, ও বা অন্য অফিসারদের কোন (শেষ পৃষ্ঠায়)

হাসপাতালে ঘোষিত মৃতা বাড়ী আনার পথে জীবিত

ধুলিয়ান : হিজলতলার ময়না বিবিকে অসুস্থ অবস্থায় দুমকার হিরণপুর মিশনারী হাসপাতালে গত ১ ডিসেম্বর ভর্ত্তি করা হয়। ৯ ডিসেম্বর তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার করার পর ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ও ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে মৃতদেহ আত্মীয়দের হাতে তুলে দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মৃতাকে স্বগ্রামে আনার পথে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বেকারীর সুযোগ নিয়ে মুনাফা লুঠছে

ফরাক্কা : শোনা যাচ্ছে ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্টের ছাই ফেলার জন্য এই থানার মালঞ্চা গ্রামের কাছে একটি বৃহৎ 'এ্যাশপণ্ড' নির্মিত হবে। উক্ত কাজের ভার পেয়েছেন ফরাক্কা ব্যারেজের কাজে অভিজ্ঞ তারাপুর এণ্ড কোং। আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন ঘোষণা এখনও হয়নি। কিভাবে কাজ হবে, কত শ্রমিক নেওয়া হবে কিছুই ঠিক না হওয়া সত্ত্বেও, প্রাক্তন তারাপুর কোম্পানীর কর্মী ইউনিয়ন সেকালে যাঁদের দখলে ছিল সেই এস, ইউ, সি দলের স্থানীয় নেতারা তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বেশ কিছু চাকরীর আবেদন পত্র ছাপিয়ে বেকার যুবকদের মধ্যে বিক্রি শুরু করেছেন। হাজার হাজার আবেদন পত্র বিক্রি করে মোটা টাকার মুনাফা লোটা হচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তাঁরা আরোও বলেন—একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল এভাবে মানুষের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে টাকা রোজগারে নামতে পারে একথা তাঁদের কল্পনার বাইরে।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

ভগবান ভরসা ?

মানুষ যখন সর্বদিক দিয়া বিপর্যস্ত হয়, প্রতিকারের পথ যখন সকল দিক দিয়াই বন্ধ হইয়া যায়, তখন সে নিজ অদৃষ্টের দোষ দেয় অথবা ভগবানের উপর সব কিছু ছাড়িয়া দেয়। বস্তুতঃ 'ভগবানই ভরসা' এই চিন্তাধারা ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের আত্মিক দৈন্যেরই পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ না হইলে পথের ধারে তাড়ি-জুয়ার আড্ডা এবং কিছু 'হামবড়া' ছোকরা সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করিতে যেখানে তৎপর, সেখানে সমাজকল্যাণকামী মানুষ নিস্পৃহ থাকিতে পারে কি প্রকারে? শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের আজ কি একান্তই অভাব ঘটিয়াছে?

প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, যে সব ছাত্রী লবণচোয়া, ভৈরবটোলা, সেকেন্দরা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে জঙ্গিপুর কলেজে পড়িতে আসে, তাহারা যাতায়াতের পথে ঐ সব তাড়ি-জুয়ার আড্ডায় উপস্থিত মাস্তানদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছে। উল্লেখিত মাস্তানদল টিটকারী ইত্যাদি ছাড়াও শ্লীলতাহানি করিতে তৎপর হইতেছে। ছাত্রী ও অভিভাবক সম্প্রদায় ইহাতে যে চিন্তিত হইবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অথচ পুলিশ বা প্রশাসন তৎপর থাকিলে পড়ুয়া মেয়েদের নিত্য চলার পথে অশ্রাব্য কথাবার্তা বা টিটকারী সহ্য করিতে হয় না, বা নিজেদের বিপন্ন বোধ করিতেও হয় না। দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাস্তার ধারে তাড়ি-জুয়ার আড্ডা এবং অসামাজিক সমাবেশ হইতে না দেওয়া প্রশাসনিক কর্তব্য। বিশেষ করিয়া যেখানে মেয়েদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত, সেক্ষেত্রে পুলিশ বা প্রশাসন জানিয়াও না জানার ভাণ করিলে সুস্থ বুদ্ধিতে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রশাসনিক কর্তব্যে সে ক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটে।

আসলে আমরা সকলেই দলীয় 'ব্যানারে'-র নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়াছি। দলই আজ পরমগতি। অশ্লীলতা, অসামাজিকতা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে রহিয়াছে দল। তাড়িয়াল, জুয়াড়ী প্রভৃতির সকলেরই সে শরণাগতি? প্রশাসনেরও আরাধ্য দল। দল-কৃপা হি কেবলম্। জনসাধারণের এক অংশ অগ্রসর হইলে অপর অংশ দলের ব্যানারে তুলকালাম করিতে থাকিবে। কোথাও কোন খুন হইল, বিভিন্ন দল ঝাঁপাইয়া পড়িতে ছুটিল। এই সুবাদে কোন্ দল আর এক দলকে কোণঠাসা করিবে, তাহারই বিরাট প্রতিযোগতা। আর প্রশাসন? 'বলত তুমি কাহার?' না, 'তখ তাউস যাহার!' সুতরাং আপন চাকুরীর নিরাপত্তা ত সর্বাগ্রে লক্ষণীয়। মস্তানদের ঠাণ্ডা করিতে হইলে নিজেদের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হইবে। ইহাও এক প্রকারের আত্মদৈন্য। তাই এই সব যাহা হইতেছে তাহা 'হবে তা সহিতে/মর্মে দহিতে .....'।

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতনের উন্নতিকল্পে সভা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৬ ডিসেম্বর স্থানীয় বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতনের (ইংরাজী মাধ্যম) উন্নতিকল্পে এক সভা গার্লস হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সভার আহ্বায়ক ছিলেন পুরপতি পরমেশ পাণ্ডেসহ কয়েকজন। ১৯৭৭ সালে বিদ্যালয়টি স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যোৎসাহীর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলেও নিজস্ব জায়গা বা গৃহের অভাবে আজ পর্য্যন্ত দিল্লী বোর্ডের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তথাপি পরিচালকবৃন্দ বিভিন্ন স্কুল গৃহে কোনক্রমে স্কুলটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। বর্তমানে স্কুলটি ম্যাকেঞ্জী পার্ক পুর স্কুলের গৃহে চলছে। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষকমণ্ডলী ও পরিচালকরা আগামী বৎসরে ঐ সংকীর্ণ স্কুল গৃহে নতুন ক্লাসে ছাত্র ভর্তি সম্ভব হবে না চিন্তা করে পুরপতি, মহকুমা শাসক ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হন। শহরের মানুষ চায় ইংরাজী মাধ্যম এই স্কুল বৈধ অনুমতি নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্য্যন্ত চালু হোক। ঐ দিনের সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে একটি সংগঠক কমিটি ও একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি দু'কাঠা পরিমাণ জায়গা স্কুলকে দান করতে চান। কিন্তু স্কুল ঠিকমত চালাতে হলে আরো বড় জায়গার প্রয়োজন। সভায় ঠিক হয় পুর এলাকার মধ্যে ১২ কাঠার একটি সরকারী খাস জমি বিদ্যানিকেতনের হাতে তুলে দিতে মহকুমা শাসক ও পুর কর্তৃপক্ষ একযোগে চেষ্টা করবেন। ঐ জায়গা পাওয়া গেলে চাঁদা তুলে স্কুল গৃহ নির্মাণের চেষ্টা হবে ও বৈধ অনুমতি পাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। আপাততঃ নতুন বছরে ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানে তাঁরা যেখানে স্কুল চলছে ঐ ম্যাকেঞ্জী পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটির পরিবর্দ্ধনের ব্যবস্থা নেবেন। স্কুল গৃহটি লুথেরান ওয়ারলড সারভিস নির্মাণ করে দেন। মহকুমা শাসক প্রতিশ্রুতি দেন তিনি উক্ত সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে যাতে তাঁরা আরো দুটি কক্ষ ঐ স্থানে করে দেন তার চেষ্টা চালাবেন।

স্বাস্থ্যকর্মীদের আলোচনা চক্র

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৬ ডিসেম্বর ওয়েষ্ট বেঙ্গল ননমেডিক্যাল টেকনিক্যাল পারসোন্যাল (স্যানিটারী এণ্ড ফিল্ড) সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন জঙ্গিপুর শাখার স্বাস্থ্যকর্মীরা মহকুমা হাসপাতালের আউটডোর প্রাঙ্গণে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। এই আলোচনা চক্রে সভ্যরা ছাড়াও বিভিন্ন গণ সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, অঞ্চল প্রধান, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি শতাধিক ব্যক্তি যোগ দেন। 'বাঁচতে চাই/বাঁচাতে চাই/সকলের জন্য, স্বাস্থ্য চাই' শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠে সভা প্রাঙ্গণ। বক্তব্যে মহকুমা সম্পাদক বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী ও কানুপুরের অঞ্চল প্রধান রাধাগোবিন্দ মণ্ডল বলেন এই শ্লোগানকে জনগণের অন্তরের দাবী বলে ধরতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলায় প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীর কর্তব্য। ইউ, টি, ইউ, সির পক্ষে জেলার বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা চিত্ত দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন—স্বাস্থ্যরক্ষা মানে শুধু নিরোগ হওয়াই নয়। সুস্থ মানবিক জীবন যাপন করাই হলো সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্য। বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোতে বাঁচার জন্য, সুস্বাস্থ্যের যে উপাদানগুলি প্রয়োজন সেগুলিরই অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। দেশের শতকরা ৫২ জনই দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, অপুষ্টিতে ভোগে। শিশু মৃত্যুর হারও এদেশে বেশী। অর্থনৈতিক কারণে দিন দিন বেকার বেড়ে চলেছে। বর্তমানে দেশে বেকার সংখ্যা তিন কোটির উপরে। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সে কারণে এই শ্লোগান এক বৈপ্লবিক শ্লোগান। সমাজ পরিবর্তনের ঘোষণা পত্র। জেলা সম্পাদক সমরেশ সরকার তাঁর ভাষণে বলেন—আগামী ২৬ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর বহরমপুরে তাঁদের সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে জেলা সম্মেলন হবে। সেই মঞ্চ থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষ থেকে এই শ্লোগানকে রূপায়িত করার শপথ নিতে চাই। সমাপ্তিতে সভাপতি প্রণব রায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ডাহাপাড়া ধামে উৎসব

সংবাদদাতা : আগামী ২১শে ডিসেম্বর ডাহাপাড়া শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধামে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের নিত্যলীলা সঙ্গী শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজীর শুভ শততম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ২২ ডিসেম্বর সকালে ১১২ মাদল সহযোগে নগর কীর্তন ও মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে বলে আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানান।

সীমান্ত মেলায় অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ

ধুলিয়ান ঃ বাংলাদেশ সীমান্তের একেবারে কাছের বসতি চর-শিবপুর। সীমান্ত থেকে এর দূরত্ব মাত্র ২ কিমি। এখানে বেশ জমজমাট এক মেলা চলছে কদিন ধরে। মেলায় চোলাই মদ, চুল্লু ও বিভিন্ন প্রকার নেশার কারবার চলছে পুলিশের চোখের সামনেই। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশী চোরাকারবারীরাও নাকি আসছে এই মেলায় মালপত্র নিয়ে। প্রকাশ্যে পথের ধারে বসেছে জুয়ার আড্ডা। অথচ সবাই জানে সরকারী আদেশে সীমান্ত এলাকা থেকে ৮ কিমির মধ্যে সন্ধ্যের পর যানবাহন চলাচল, জিনিষ কেনাবেচা সব কিছুই বন্ধ। তাহলে এই মেলার বৈধ অনুমতি দেওয়া হলো কি করে?

আটক করা বাংলাদেশী মাল নীলামে বিক্রী হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামসেরগঞ্জ, সুতী ও রঘুনাথগঞ্জ থানায় আটক করা বহু টাকার বাংলাদেশী মাল নীলামে বিক্রী হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

সামসেরগঞ্জ থানা ঃ বাংলাদেশী কাপড়চোপড়। আনুমানিক মূল্য ১০,০০০ টাকা। লৌহ জাতীয় সামগ্রী। আনুমানিক মূল্য ৩,৫০০ টাকা। বাংলাদেশী গুঁড়ো দুধের নীলাম আপাততঃ বন্ধ আছে। কেননা সেগুলো তেজস্ক্রিয় কিনা পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটারীতে পাঠান হয়েছে।

সুতী থানা ঃ একটি মোটর সাইকেল। আনুমানিক মূল্য ৪০০০ টাকা। কেলট্রন ট্রানজিসটার রেডিও ৪৫টি। প্রতিটির মূল্য ২০০ টাকা এবং বর্ডার থেকে উদ্ধার করা ১০৮টি প্যান্ট পিস।

রঘুনাথগঞ্জ থানা ঃ পশুর চামড়া। আনুমানিক মূল্য ১৫,০০০ টাকা।

জায়গা বিক্রয়

শহরের মধ্যস্থলে রাস্তার পার্শ্বে ভদ্র পরিবেশে বাসোপযোগী প্লট হিসাবে জায়গা বিক্রয় হইতেছে। প্লটের পরিমাণ—১¾ কাঠা ২½ কাঠা ও ৩ কাঠা

যোগাযোগের স্থান—
দিলীপ ধর
রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের পার্শ্বে

অ্যাফিডেবিট

আমি সুলেখা চৌধুরী (পোদ্দার) গত ইংরাজী ১১-১২-৮৭ তারিখে রঘুনাথগঞ্জের উৎপল চৌধুরীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি এবং বর্তমানে আমি জঙ্গিপুর S.D.E.M. কোর্টে অ্যাফিডেবিট মূলে ১১-১২-৮৭ তারিখ হইতে সুলেখা চৌধুরী নামে পরিচিত হইয়াছি।

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

FARAKKA : MURSHIDABAD : WEST BENGAL

Materials Department

Ref. FS : 42 : MD : T 2080/ Date : 05-12-1987

TENDER NOTICE NO : FS : 42 : MD : T-2080

Sealed tender in duplicate are invited from reputed manufacturers for supply of 1400 mm wide conveyor belts of following specification :

Description	Total qty. (approx.)	Cost of Tender documents.	E. M. D.
Conveyor belt conforming to IS-1891 (part-1) 1978 and BS 490 (part-1) 1972 1400 mm wide, plylon style B, cover fire resistant, Cut edge	2000 m trs.	Rs. 500/-	Rs. 50,000/-

The tender documents can be purchased from the office of the Chief Materials Manager on remittance of cost of tender documents in the form of Demand Draft payable at Farakka or I. P. O. payable at Khejuriaghat Post Office, drawn in favour of National Thermal Power Corporation Limited. Cheques and Money Orders will not be accepted.

Qualifying requirement of bidders.

1) Bidders should have extensive experience of manufacturing conveyor belts of width 1400 mm and above.

2) Bidders should have manufactured and supplied and should be in successful operation, at least 70% of quantity of the item tendered for.

TERMS AND CONDITIONS.

1) Tender documents will be issued only to prima-facie qualified manufacturers after scrutiny of the credentials which is to be furnished alongwith the request for tender documents. However, issue of tender documents will not automatically mean that such bidders are considered qualified. NTPC reserves the right to alter the qualifying requirements.

2) The bid will be opened at 11-00 am on 22-1-88.

3) NTPC will not be responsible for non-receipt/late-receipt of the tender documents/ offers sent by post.

4) NTPC reserves the right to reject any request for issue of tender documents without assigning any reason.

CHIEF MATERIALS MANAGER
F. S. T. P. P./N. T. P. C.

কৃষক প্রশিক্ষণ আসর

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১১ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে এক কৃষক প্রশিক্ষণ আসর অনুষ্ঠিত হয়। এই আসরে যোগ দেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের আদিবাসী প্রতিনিধিরা, প্রগতিশীল কৃষক প্রতিনিধিবৃন্দ ও সার কীটনাশক বিক্রেতাদের বেশ কিছু প্রতিনিধি। উদ্বোধনী ভাষণে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বি ডি ও বলেন—এদেশ কৃষি-প্রধান দেশ। তাই দেশের উন্নতি করতে হলে কৃষকদের সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করতে হবে। তাদের কৃষি কাজে উন্নতি করার মত সফল শিক্ষা দিতে হবে। মহকুমা কৃষি অফিসের এস এম এস শরদিন্দু দাস আদিবাসীদের বার মাসের চাষ সম্বন্ধে তথ্যমূলক বক্তব্যে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির ব্যাখ্যা করেন। আদিবাসী-দের মধ্যে কর্মরত সমাজসেবী কমলা-রঞ্জন প্রামানিক আদিবাসীদের মনের আনন্দ বজায় রেখে নাচ-গানের মতো কৃষি কাজকেও গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক জমিন হাঁসদা তাঁদের নিজস্ব ভাষায় কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে বলেন। কৃষক প্রতিনিধি কবিরাজ কিস্কু কৃষি কাজের নানা অসুবিধার কথা তুলে ধরেন ও তা দূর করার জন্য সরকারী সাহায্যের আবেদন জানান। ইণ্ডিয়ান পটাশ লিঃ এর পক্ষে কৃষিবিদ্ এস কে বসু গাছের খাদ্যের জন্য কি কি সার ব্যবহার প্রয়োজন তা চার্ট মারফৎ সকলকে বুঝিয়ে বলেন। জেলা কৃষি অফিসের ইলা মুখার্জী সয়াবীনের খাদ্য প্রাণ ও সয়াবীন চাষের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সাগরদীঘি ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অজিত দাস ও ১নং অঞ্চল সভাপতি অনিল মুখার্জী চাষে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে কে পি এস মোহিনীমোহন কুণ্ডুর দেশ, মাটি কৃষি বিষয়ক সঙ্গীত সভাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রকাশচন্দ্র সরকারের আবৃত্তি "ওরা কাজ করে" শ্রুতিমধুর হয়। সভাশেষে এস এম এস বনাম এ ই ও এবং আটজন করে সার ও কীটনাশক বিক্রেতাদের প্রশ্নোত্তরের আসর বসে। এই প্রতি-যোগিতায় এস এম এস দল ৩০ ও এ ই ও দল ৩৬ নম্বর পান। আদিবাসী নৃত্য দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়।

পথে জীবিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি নড়েচড়ে ওঠেন। আত্মীয়রা এ ব্যাপারে ভীত না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার সাহা চৌধুরীকে ডেকে আনেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে রোগিণী জীবিত বুঝে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এসে চিকিৎসা শুরু করেন। রোগিণীকে অবশ্য বাঁচানো সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েক ঘণ্টা জীবিত থাকার পর ওই দিন রাত্রে মারা যান। আত্মীয়দের অভিযোগ—হিরণপুর হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁকে মৃতা ঘোষণা না করলে হয়তো বাঁচান সম্ভব হতো।

যে তিমিরে সে তিমিরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বছর সাগরদীঘি ব্লক অফিস চাষীদের বিক্ষোভের ফলে এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রীজের সরবরাহ করা কয়েক লাখ টাকার যন্ত্রপাতি ফেরৎ দিতে বাধ্য হন। চাষীদের অভিযোগ, যন্ত্রপাতিগুলি নিম্নমানের এবং কাজের অনুপযুক্ত কিন্তু দামের দিক দিয়ে বাজারের যে কোন যন্ত্রপাতির থেকে বেশি। তাঁরা দাম দিয়ে ঐ ধরনের খেলো যন্ত্রপাতি নিতে রাজী হননি।

কেন্দ্রীয় পর্য্যবেক্ষক দল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সে কারণে ওগুলিকে সর্ব প্রথম সংস্কার করা হবে। এরপর কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া গেলে তাঁদের নির্দ্দেশমত কাজ হবে। প্রথম পর্য্যায়ের স্পারগুলির জন্য ব্যয় হবে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে খরচ ধরা হয়েছে ২৬ লক্ষ টাকার মত। তাঁদের অভিমত, কাজ ঠিক মত চলতে থাকলে আগামী বর্ষার পূর্বেই মোটা-মুটি বন্যা প্রতিরোধের মত ক্ষয়ক্ষতির সংস্কার করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ

ধন্নালাল মোহনলাল জৈন

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান

জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫

জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, স্যুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউন্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি

সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে

আমরা সরবরাহ করে থাকি

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞপ্তি

১৯৭৪ সালের ওয়েষ্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (ইলেকশন) রুলসের ১৩ রুল অনুযায়ী বর্তিত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে রাজ্যপাল দার্জিলিং জেলা ব্যতীত অন্যান্য সব জেলায় ১৯৭৩ সালের ওয়েষ্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্টের (১৯৭৩ সালের ওয়েষ্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XLI) অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের তারিখ নির্দ্ধারিত করেছেন ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ এবং সেইসঙ্গে আরও নির্দ্ধারিত করেছেন যে, উক্ত নির্বাচনগুলির জন্য ভোট গ্রহণের সময় হবে উপরোক্ত তারিখে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত।

সেক্রেটারি, পঞ্চায়েত দপ্তর

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় ॥ স্থাপিত ১৯৭৭

১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষে শিশু ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। নার্শারী, প্রিপারেটরী ও কেজি ক্লাসে তিন হতে ছয় বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান হতে ফাইভে ভর্তি হতে হলে এ্যাডমিসন টেষ্ট দিতে হয়। যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

১। জোতকমল জুঃ হাই স্কুল, গ্রাম জোতকমল, পোঃ জঙ্গিপুর

২। ম্যাকেঞ্জী পার্ক ফ্রিঃ প্রাঃ স্কুল, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ

সময় : সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

১৬ ডিসেম্বর হতে রঘুনাথগঞ্জ শাখায় ভর্তি শুরু হয়েছে।

১-১২-৮৭ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অন্তুতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।